বন্দে মাতরম্

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার-

সংকলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সিটী বুক সোসাইটী

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা

১৩১২

মূল্য।০ আনা।

কলিকাতা, ১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা
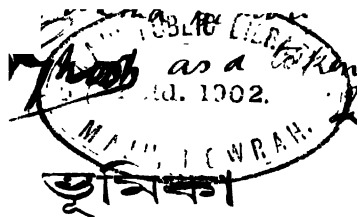
আজকাল পাশ্চাত্যদেশে পেট্রিয়টিজম্ বলিলে যাহা বুঝায়, আমাদের দেশে তাহা পূর্ব্বে কখনও ছিল না। কারণ, বর্ত্তমান কালের ন্যায় পেট্রিয়টিজমের বা স্বদেশ-প্রীতির প্রয়োজন সেকালে ছিল না। দেশ যখন স্বাধীন ছিল, রাজারা পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতেন, বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার ভার সমাজের একশ্রেণীর লোকের হস্তে ন্যস্ত ছিল—বরং দেশরক্ষাই ক্ষত্রিয়দের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল, এবং তাঁহারা সেই ধর্ম্ম প্রাণপণে পালন করিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন, তখন স্বভাবতই পেট্রিয়টিজমের প্রয়োজন ছিল না। তাই ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ও সাহিত্যগ্রন্থে কেবল সমাজপ্রীতি, স্বধর্ম্মপ্রীতি, বিশ্বজনীন প্রীতি প্রভৃতির চর্চ্চার উপদেশ ও উদাহরণই দেখিতে পাওয়া যায়। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই বাক্যের অর্থ এখনকার তুলনায় অতীব সংকীর্ণ ছিল, সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। আয়তনে ভারতভূমি রুষিয়া-বর্জ্জিত ইউরোপ-খণ্ডের সমান। এখানকার ন্যায় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও পৃথিবীর অন্যত্র ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। এই কারণে, সমগ্র

ভারতবর্ষকে একটি দেশ ও স্বদেশ বলিয়া লোকে মনে করিতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন দেশের প্রতি লোকের ঔদাসীন্যের আর একটী বিশেষ কারণ ছিল—আমরা ভারতবর্ষকে বা স্বদেশকে কখনও হারাই নাই।

মুসলমান-শাসনকালেও আমরা স্বদেশকে কখনও হারাই নাই। নবাব বাদশাহেরা আমাদের নিকট খাজনা লইতেন, হয়ত সময়ে সময়ে জিজিয়া করও আদায় করা হইত; কিন্তু দেশটা আমাদের হাতেই ছিল। মুসলমান নরপতিরা করগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দেশের উপর আমাদের যে জন্মস্বত্ব ছিল, তাহা হইতে কখনই আমাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। দেশের ধনধান্য দেশের লোকেই সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পাইত, মুসলমানের রাজ্যে হিন্দুরা মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব পর্য্যন্ত করিতে পাইত। মধ্যে মধ্যে রাজনীতিক অশান্তি ঘটিলেও দেশের শ্রী-সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল।

ইংরাজের আমলে আমাদের অন্য উন্নতি যতই হউক, ভারতবর্ষের উপর আমাদের যে জন্মস্বত্ব ছিল, তাহা আমরা ক্রমেই হারাইতেছি। এখন দেশবাসীর পক্ষে দেশের উচ্চপদ লাভের পথ সঙ্কুচিত হইতেছে, দেশের ধনধান্য পরে ভোগ করিতেছে, শিল্পী আর শিল্পকৌশল প্রকাশের অবসর পাইতেছে না, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেছেন না, বলবানের বল

প্রকাশের সুযোগ লোপ পাইয়াছে, কৃষকের বহুযত্নে উৎপাদিত শস্য বিদেশীর উদরজ্বালা নিবারণ করিতেছে, দেশ দিন দিন নিরন্ন ও নির্ধন হইয়া উঠিতেছে; এক কথায় আমরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক হইতে স্বদেশকে হারাইতে বসিয়া আমাদের এখন স্বদেশের প্রতি একটা টান জন্মিয়াছে। আমরা হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি প্রীতি অনুভব করিতেছি।

মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্র হইলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজের আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার বিষময় ফলে দেশের লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় সংকল্পে দৃঢ়তা নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য নাই, সকলেই জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল ও নির্জ্জীব অবস্থায় কালহরণ করিতেছে, দেশের জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, নানা সঙ্গীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান কালের স্বদেশভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলির উৎপত্তির কারণ।

সঙ্গীতের শক্তি অসীম। "গানাৎ পরতরং নহি।" সঙ্গীতে মানবের চিত্তবৃত্তিনিচয় একতান হয় ও অসীম শক্তি লাভ করে। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় মুমূর্ষু সমাজশরীরে নবপ্রাণের সঞ্চার

করে। জাতীয়-সঙ্গীত ভিন্ন জাতীয়-চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না, জাতীয়-ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্ত্তমান সঙ্গীতগ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় "বন্দে মাতরম্" প্রচার করিতেছেন। এ দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণের উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজন প্রশংসিত জাতীয়-কবিতা ও সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ একখানি সঙ্গীত-সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এ সময়ে এই মহৎ অভাবের পূরণে অগ্রসর হইয়া সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। অধিকতর সুখের বিষয়, তিনি এই পুস্তকখানি স্বদেশী কাগজেই মুদ্রিত করিয়াছেন। এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে "বন্দে মাতরম্" প্রচারিত হইল, তাহা আংশিক ভাবে সুসিদ্ধ হইলেও প্রকাশকের শ্রম সার্থক হইবে।

৭ই ভাদ্র,
কলিকাতা। } শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সূচী

বন্দে মাতরম

তিলককামোদ—ঝাঁপতাল

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,
কে বলে মা তুমি অবলে!
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং,
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরং,
বন্দে মাতরং।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভৈরবী

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি!
জনক-জননী-জননি!
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি!

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী ;
চির কল্যাণময়ী, তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-বাহিনি ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
বর পুত্রের তপ-অর্জ্জিত গৌরব-মণি-মালিনি ।
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ হৃদি আনন্দকারিণি !
মরি বিদ্যামুকুটধারিণি !
যুগযুগান্ত তিমির অন্তে হাস মা কমল-বরণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী ।
নবজীবনের পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী,
হাস মা কমল-বরণি !

এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী !
আবার তোমায় দেখিব জননি সুখে দশদিকৃপালিনী !
আপন ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পর করবালিনি !
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !

—শ্রীমতী সরলা দেবী

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়।
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয় !
(বহুকণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয় !
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময় !
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যতদিন মা তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায় ;
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায় ?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় !
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর,
উঠ রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হ'ল দূর ;

অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মা গো, জাগো জাগো ডাকে পুত্রচয় ।

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

মিশ্র বারোঁয়া—ঢিমে তেতালা

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী !
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ;
চুমি' পদধূলি বহে নদীগুলি ;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী !
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী !
কিসের দুঃখ মা গো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে ;
জাগিবে শক্তি ; উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সন্তানশালিনী

—প্রমথনাথ রায় চৌ

হাম্বির—একতালা

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !
থেকো না থেকো না ওরে ভাই
মগন মিথ্যা কাজে !
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি
ধর গো পূজার থালি,
রত্ন-প্রদীপ খানি
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল ডালি,
মা'র আহ্বান-বাণী
রটাও ভুবন মাঝে !
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !

আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে !
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
তব সুগন্ধ ছুটিছে !

আজি উজ্জ্বল ভালে
তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত তালে
গাও গম্ভীর গাথা,
পর মাল্য কপালে
নব পল্লব গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে
সাজ সাজ নব সাজে !
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র কাওয়ালী

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি উঠ আদি-জগতজন-পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা কর সজ্জা,
পুন কমল-কনক-ধন ধান্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে,
বিংশতি কোটি নরনারী গো।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে।
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর কম্পন দর্শে।
তোমার অভয় পাদ-পর্শে, নব হর্ষে,
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।

ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে।
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপপুঞ্জে,
পুন বিমল কর ভারত পুণ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।

—অতুলপ্রসাদ সেন

নববর্ষের গান

হে ভারত, আজি তোমারি সভায়
শুন এ-কবির গান!—
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান।

এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ !
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান !

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে !
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে !

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয় !
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয় !
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন

তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়!

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব!
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনার বাংলা

(বাউলের সুর।)

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
(মরি হায় হায় রে)—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত,
(মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥
তোমার এই খেলাঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে
(মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দীন কাটে,
(মরি হায় হায় রে)—
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥
ওমা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলো' সে যে আমার
আমার মাণিক হবে।
ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে,
(মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎ

আজি কি তোমার মধুর-মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে !
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি,
শরৎকালের প্রভাতে !

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে !
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে !

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণী,
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী !
স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বার তলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী !
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত-শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে !
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন,
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !
ছুটেছে সমীর, আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায়, জননী সুধায়,
আয় তোরা সবে জুটিয়া !
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী,
জলধারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী !
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে,
দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যমুনা-লহরী

লগ্নী-খৎ।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ! ও।

কত শত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঞ্জন ও।

যুগ-যুগ-বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।

তব জল-কল্লোল- সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।

আজি শব-নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালে ও।

শ্যামসলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে.
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ অরিকুলনাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত, চীনে, ব্রহ্ম, তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ-আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ,
এ তব সৈকত পুলিনে ও।

এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব রঙ্গে,
প্লাবিতো চিত-সুখ-উৎসে ও :

সে তুমি, সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ-উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

যে মুরলী-রবে নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজ-বালা ও।
আকুল প্রাণে তব তট-পানে,
ধাইত রব সন্ধানে ও।

বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ-সমাগমে, পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও।

কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হ'লো পরিণত শত কাহিনী ও।

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান, আফগান, মোগল ও!
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।

অহো! কি কু দিবসে গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুটি নিল যা ছিল সার ও।

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে শ্মশান ভারত,
পর অসি-ঘাত-নিপাতে ও।

সে দিন হইতে, স্তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও।

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ সম্ভোগ আশে ও।

উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে
গৃহবর শেষ শরীরে ও।

দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা
সে গত যৌবন-রেখা ও।

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যক্তিতে মন-অভিলাষে ও।

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
পরিমিত স্থির পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে শুধু বায়ু ও।

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,—
পরাধীন হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে ;
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—
রে কাল ! পূরিবি কি রে পুন নব-রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুন কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রভাত

আবৃত নভ নিবিড় ঘনে
ভুবন ঘন আঁধারে,
গরজে গুরু অশনি ভীম নিনাদে।

জাগিয়া ক্ষীণ কিরণ-কণা
কাঁপে আঁধার মাঝারে,
হরষ যেন জাগে অসীম বিষাদে !
জলদ ভেঙে অরুণ রেঙে উঠিছে ;
জগতটীরে প্রভাত ধীরে ফুটিছে।

জাগ রে আজি বঙ্গবাসী--
তামসী নিশি অতীত ;
কিরণ-রেখা দিতেছে দেখা পূরবে।
রবে না নভে এ ঘন ঘটা—
হেরিবে রবি উদিত ;
গাহিবে গীত বিহগ কত সুরবে।
দীপ্তিভরা আননে ধরা রাজিবে।
আবার মহী নয়ন মোহি সাজিবে।

জাগ রে জাগ বঙ্গবাসী
প্রভাত আসি উদিছে !
জলদভেদি ভাতিছে নীল গগন রে।
গৌরবেতে সৌরকরে—
আশার কলি ফুটিছে,
সৌরভেতে মোহিয়া বন পবন রে।
হেরি, পুলকে ধরা আলোকে রঞ্জিত,
বঙ্গময় গাহ রে জয় সঙ্গীত।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

রাগিণী—প্রভাতী

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে !
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে !
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়ো না বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে !
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান,
লাজে নত-শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না !
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
অভয় মন্ত্রে মুক্ত হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না !

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাট-কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না !
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য-ভবনে,
কি সৌরভ-সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ-গান উঠিত গগনে
কি প্রতিভা-জ্যোতি জ্বলিত !
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান,
অনন্ত-সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্য-পথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আজি কি হয়েছে, চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান,
যদিও হয়েছি পতিত !
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

কত কাল পরে, বল ভারত রে !
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ?

অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে !
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে !
পর-হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে !
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে !
পর দীপ-শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে !
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শৌধ-শিরে,
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে !
খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে !
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে !
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ-সুখে,
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে !
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে,
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে !
বিধি বাদী হ'লে পরমাদ রটে,
পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে !

কি ছিলে কি হ'লে, কি হ'তে চলিলে,
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক দুখ,
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ!

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

ভৈরবী—একতালা

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য ভুমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন্।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,

দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না ক আর
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!
আজ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।
ছুঁচ্ সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।
—মনোমোহন বসু

ভৈরবী—রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে?
কে বৃথা আশা ভরে
চাহিছে মুখ পরে?
সে যে আমার জননী রে!

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে !

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি !
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন ?
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ!
বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই—
আপন সন্তান!
তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক গর্ব্ব, করি করযোড়,
ভরি ভিক্ষা-ঝুলি!
পুণ্যহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে!
সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটী পাত,
কর স্নেহ দান,
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাতঃ,
কি দিবে সম্মান!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শঙ্করা—কাওয়ালী

চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত-সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীর দর্পে পৌরুষ গর্ব্বে,
সাধ্‌রে সাধ্‌ সবে দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন?
উঠ জাগো সবে বল মাগো,
তব পদে সঁপিনু পরাণ!
এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আন্‌তে,
নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো,
উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন,
না করি দৃক্‌পাত;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।

দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল,
উড়াইয়ে একতা-নিশান !

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামপ্রসাদী সুর

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে !
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে !
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় বলে ওই ডেকেছে কে !
গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে' রাখে !
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন জানে না কে !

মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কতদিনের সাধন-ফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গভীর নিশীথে

গভীর রজনী! ডুবেছে ধরণী,
জাগ্ রে জাগ্ রে সাধের লেখনী!
প্রাণ-প্রিয় ভাই ভারত-সন্তান!
জাগ্ রে সকলে, শোন্ করি গান।
ভারতের গতি, ভারত-নিয়তি,
ভেবে আজ কেন উথলিল প্রাণ!

*   *

কার কথা ভাবি,　　কোন্ দিক্ দেখি,
সব্ অন্ধকার　　যে দিকে নিরখি!
কোটি কোটি লোক　　অজ্ঞান-আঁধারে
চিরমগ্ন, যেন　　আছে কারাগারে;
দারিদ্র্য ভাবনা,　　অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে　　তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক্ হইয়া　　কাঁদে পরস্পরে!

অভদ্র কি ভদ্র　　লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ　　দেখি অবিরত;
না যেতে যৌবন　　তাদের নয়নে
বিষাদ নিরাশা　　দেখি এক সনে;
দারিদ্র্য-যাঁতায়　　প্রাণ পিষে যায়,
চূর্ণ আশা যত　　কঠোর ঘর্ষণে,
সে মুখ ভাবিলে　　ঘুমাই কেমনে?

জ্ঞান পেয়ে যারা　　হয়েছে শিক্ষিত,
দেশের দুর্দ্দশা　　তারাও বিস্মৃত;
জঘন্য আমোদে　　দেখি কাল হরে,
অকারণ বকে,　　হাসে হা হা করে'
নীচ পশু প্রায়,　　ইন্দ্রিয়-সেবায়
মগ্ন নিরন্তর,　　জ্ঞান শিক্ষা করে'
নীচ রিপু মাত্র　　চিনেছে সংসারে!

ঘৃণা করি কিম্বা
“মা তোর সৌভাগ্য
আর বার ভাবি
বলি,—“ক্ষমা কর,
ডুবাস্ নে ভাই !
যথেষ্ট হয়েছে !
আছে জন্মভূমি

* *

কার কথা ভাবি
গভীর দুর্দ্দশা,
আজি তবে আমি
তাই ত জাগিয়া
ভাই বঙ্গবাসি,
কি আছে সম্বল
ওঠ ওঠ ভাই,

কাজ কি ঘুমায়ে
কাজ কি বিশ্রামে
এ ঘোর দুর্দ্দশা
বিন্দু বিন্দু রক্ত
তিল তিল করে
বল বুদ্ধি মন
আয় ধরে দিই

কাঁদি ডাক ছেড়ে,
কে লইল কেড়ে !”
যাই পায়ে ধরে’
আর ভারতেরে
বাকী কিছু নাই
বহুদিন ধরে
মরমেতে মরে !”

* *

কোন্ দিকে হেরি,
চারিদিকে ঘেরি,
ঘুমাই কেমনে !
কাঁদিরে নির্জ্জনে !
উঠে কাঁদ আসি,
অশ্রুপাত বিনে,
থাকি জাগরণে !

থাকি জাগরণে,
খাটি প্রাণপণে,
ঘুমালে কি যায় !
পড়ুক ধরায়,
আয় যাই মরে ;
মিলিয়া সবায়
ভারতের পায় !

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তাও যদি হয়, হোক্ রে কপালে !
বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,
তবে রে জাগিবে ভারত-সন্তান !
আর জন কত ধরি এই ব্রত
খাটিয়া জীবন করি অবসান,
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান !

আয় রে বোম্বাই ! আয় রে মান্দ্রাজ !
বৃথা গণ্ডগোলে নাহি কোন কাজ,
ভারতের তোরা অমূল্য রতন,
আয় সবে মিলে করি জাগরণ ;
মিলে পরস্পরে, দেশের উদ্ধারে
আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ,
দেখি রে দুর্দ্দশা না যায় কেমন !

ভাই মহারাষ্ট্র ! তোমার কপালে,
পৌরুষের আভা আছে চিরকালে।
দাড়াও আসিয়া কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা বাড়ুক আমার ;
সাহসের কথা, শুনে যাক্ ব্যথা !
প্রিয় ভারতের হোক্ রে উদ্ধার ;
জয় মহারাষ্ট্র জয় রে তোমার !

আয় রাজপুত,
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ
ভারত-রুধির
ভাই বলে নিতে
আয় ভাই বলে
ভাই হ'য়ে রব
করো না রে ঘৃণা

আয় প্রিয় শিক্,
সকলি অলীক,
সবার শরীরে,
তবে শঙ্কা কি রে !
দিব প্রাণ খুলে,
তোদের মন্দিরে,
ভীরু বাঙ্গালীরে ।

পাইয়াছি শিক্ষা,
তোরা ভাই সব
তা বলে' ভেবো'না
আর বলিব না
তোদের যে গতি
তো'দিকে ফেলিয়া
সবে এক হ'য়ে

পেয়েছি ত মান,
আছিস্ অজ্ঞান ।
করিব মমতা,
সুশিক্ষার কথা,
আমারো সে গতি,
চাই না সভ্যতা,
থাকিব সর্ব্বথা !

শেষে ডেকে বলি
প্রাচীন শত্রুতা
দেশের দুর্দ্দশা
তোরা ত সন্তান
সে শত্রুতা ভুলে
—পুতে রাখ্ কথা
বল শুধু—"মোরা

ওরে যুন ভাই,
প্রয়োজন নাই ।
দেখ্ হলো ঢের,
প্রিয় ভারতের ।
আয় প্রাণ খুলে,
মস্লেম্, কাফের—
প্রিয় ভারতের !"

ভারতের তোরা, তোদের আমরা,
আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা !
সবে এক দশা স্তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর !
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুষিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,—
"আমাদের মাতা বাঁচিল আবার !"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেরতা

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
কর বিক্রম-বিভব যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান।
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"
(হিন্দু গায়কগণ) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান !
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজ্‌দ্‌ হিন্দুস্থান !
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান !
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান !

ভেদ-রিপু-বিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !

মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(হিন্দু গায়কগণ) হরি হরি হরি জয় হিন্দুস্থান!
(ইসাই ঐ) জয় জীহোবা হিন্দুস্থান!
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান!
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!

সকল জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম্ম-নিশান! ধর্ম্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতাম!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
হিন্দু, জৈন প্রভৃতি গায়কগণ) জয় জয় ব্রহ্মণ হিন্দুস্থান!
(শিখ ঐ) অলখ নিরঞ্জন হিন্দুস্থান!
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজ্দ্ হিন্দুস্থান!
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান!
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!

—শ্রীমতী সরলা দেবী

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার!

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ— কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার!

—শ্রীমতী কামিনী রায়

অহং—একতালা।

(বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশ একবার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে মাধবাচার্য্য নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরে নগরে বীরত্ব ও উৎসাহবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া নিম্নের সঙ্গীতটী লিখিত হইয়াছে।)

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে—
"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"
আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, ক্ষুদ্র সে জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

* * *

ধিক্ হিন্দুকুলে, বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবা'য়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য-সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ্ ধায় মহা কুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গমত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা কজন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তারা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে
তখন তাহারা কজন ছিল ?

এখন তোরা যে শতকোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন !
অই দেখ্ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপে দিক শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যে রূপ ছিল ।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশনসম,
হিন্দু-বীর-দর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা ।
সকলি ত আছে, সে সাহস কই,
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই,
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা ।
হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি,
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,

গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি
আর কি ভারত সজীব আছে!
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।
এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।
যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র-শিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে
স্বাধীনতা রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ!
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার,
হবে না, হবে না—খোল্ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও!
কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও!
ঐ দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,

ঘুরিত যে রূপ দিক শোভা ক'রে.
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল!
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সিন্ধু

(তবু) পারি নে সঁপিতে প্রাণ!
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় ব'লে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরা জ্ঞান।
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভায়ে ভায়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণপণ!

আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি রাখিবার নাহি স্থান।
(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান !
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান !
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা যেও না পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার !
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু,
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও,
প্রাণ আগে কর দান !
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাফি—একতালা

উর গো বাণি বীণাপাণি,
উর গো কল্প-কাননে।
উর গো বঙ্গ-বিনোদিনী আজ,
বীণার মধুর নিঃস্বনে।

আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান ;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান,
পিযূষ-শক্তি-সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ
তাড়িত-তেজ-স্ফুরণে !

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

সিন্ধু—কাওয়ালি

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌরী-মধ্যমান

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করো না করো না তার অপমান !

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—
করো না করো না তার অপমান !

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান !
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?—
করো না করো না তায় অপমান !

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,—
করো না করো না তার অপমান !

আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,—
"করো না করো না তার অপমান !"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

নট-বেহাগ—ঝাঁপতাল ।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি ।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন-মুখ কেমনে নেহারি !
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি !

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাফি

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে !
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে !
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে !
তুমি ত দিতেছ মা যা আছে তোমারি,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী-বারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে কিছু না কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে !
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন বারি নিবার নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাম্বাজ—আড়াঠেকা

মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান ।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি রত্নের নিধান !
হো'ক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় !

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা ।
হো'ক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হো'ক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হো'ক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হো'ক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় !

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় !
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হো'ক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় !

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝিঁঝিঁট—একতালা

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে' ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে
আপনার মায়ে মা বলে' ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

অরুণ উদিল, জাগিল অবনী ;
জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী ;
উঠ মা জননি ! উঠ মা জননি !
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি !
ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
উঠ গো উঠ গো প্রিয় জন্মভূমি !
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
কিসের বিষাদ, কি অভাব তার ?
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে,
আর ঘুমাইও না ভারত-জননি !

তনু পুলকিত ; ভূত ভবিষ্যৎ
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ।
দেখে বর্ত্তমান সকলেই ম্লান,
কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ।
বর্ত্তমান পারে দেখি দুই ধারে
অপরূপ দৃশ্য ; দেখি শত শত
ভারতের প্রজা, ভারত-সন্তান,
ওই উচ্চরবে করিতেছে গান।
বিশ কোটি লোকে হেথা মগ্ন শোকে
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত।

ওই যে বাল্মীকি, ওই কালিদাস,
ওই ভবভূতি, ওই বেদব্যাস..
ওই যে শঙ্কর বুদ্ধির সাগর,
তর্কযুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রাস !
আরো শত শত নাম করি কত,
ভারত-আকাশে সবে সুপ্রকাশ !
নাচ্‌রে লেখনি, জাগ্‌রে হৃদয়,
আজ শত সূর্য্য প্রাণেতে উদয় !
উর গো ভারতি ! ভাল ক'রে সতি,
ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ !

উঠ গো দুর্ব্বল শিশুদের মাতা,
ভাবনা কি তোর বিশ কোটি সুতা ?
বারেক উঠিয়া নয়ন মুছিয়া,
ভূত ভবিষ্যতে, যে সব জনতা—
নিজ পুত্র বলে' দেখাও সকলে ;
দুটী রত্ন ল'য়ে কর্ণিলিয়া মাতা
করে অহঙ্কার, তুমি গো জননি !
রত্নগর্ভা নিজে, এত রত্নমণি
সকলি তোমার, তবে অহঙ্কার,
কেন না করিবে হ'য়ে হর্ষযুতা ?

পারি কি ভুলিতে, ভারত-রুধির
বহি যতকাল রেখেছে শরীর,
পারি কি ভুলিতে জীবন থাকিতে
প্রিয় জন্মভূমি ! তব অশ্রনীর ?
ধিক্ সে পাষণ্ড, অকাল-কুষ্মাণ্ড,
তব আর্ত্তনাদে যে জন বধির !
আয় মা দরিদ্র-ভিখারী-জননি !
তোমারে উৎস্বর্গ করিনু লেখনী ;
ভীরু বাঙ্গালীর, আছে অশ্রুনীর,
তাহাও উৎসর্গ করিনু এখনি।

চাই না সভ্যতা, চাষা হ'য়ে থাকি,
দেও ধর্ম্মধন প্রাণে পুরে রাখি!
হায় জন্মভূমি! পুণ্য-ভূমি তুমি,
দেও পুণ্যবারি দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে, খ্যাত এ সংসারে
আন সে বিশ্বাস তাই ল'য়ে থাকি।
সভ্যতা সভ্যতা ক'রে লোকে ধায়,
কই তাতে সুখ? মরীচিকা প্রায়
প্রতিপদে দূরে, ওই যায় সরে
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি!

দেখে অধীনতা ঘোর কাল-রাতি,
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি;
যাহা কিছু ছিল, সকলি হরিল,
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি!
সভ্যতার নামে, আসি আর্য্যধামে
নর-শত্রু যত, করিছে ডাকাতি!
যাক্ এ সভ্যতা দেও সে বিশ্বাস,
দেও সে নির্ম্মল হৃদয়-আকাশ;
দেও সে বৈরাগ্য, ভারত-সৌভাগ্য,
আমি পুনরায় ধর্ম্ম ল'য়ে মাতি!

যার আছে ভাষা, দিক সে রসনা;
কবি যদি থাকে দিক সে কল্পনা ;
শিবরাত্রি মত, থাক্ অবিরত,
জ্বালায়ে শলিতা ব'সে যত জনা।
হবে না কথাতে, কেবল লেখাতে,
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত-সন্তান তবে বলি তারে ;
নতুবা লিখিতে, অথবা বলিতে,
আমিও তো পারি তাতে কি বলো না ?

*　　*　　*　　*

ও রে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে,
যে রূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,—
আয় সে প্রকার, থাকি শুদ্ধাচার,
মৃত-স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে, তবে রে উল্লাসে,
নাচিব গাহিব সকলে মিলিয়ে !
যত দিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক্ অমানিশি ভারত-আকাশে ;
আশার-শলিতা, রাবণের চিতা,
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে !

—শিবনাথ শাস্ত্রী

রামপ্রসাদী স্থর

তুই মা মোদের জগত-আলো!
সুখে দুখে হাসিমুখে
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো!

মা ব'লে মা ডাক্‌লে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি মা তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো!

ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই,
থাক্ না ওদের গৌরবরণ,
হলেমই বা আমরা কালো!

পরের পোষাক খুলে' ফেলে'
ফির্‌লাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষধারা আজি ঢালো!

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

সংকীর্ত্তন

তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের সুধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হ'ক সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান ;
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় প'র্‌বো না আর, যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে ;
দেখ্‌তো প'র্‌লে কেমন সাজে ;
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতি, আজ্‌কে সুপ্রভাত ;
কসে' লাঙ্গল ধর ভাই রে, কসে' চালাও তাঁত ;
কসে' চালাও ঘরের তাঁত।

(অজ্ঞাত

উৎসাহ-অনল

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি, বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল!
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল!
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী যমুনা-বারি আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীনবল?
উঠ অগ্রসর; ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল।
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আশার-স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে,
পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা!

শ্রীমতী কামিনী রায়

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক। দেখ, বৎস ! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র ; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে, জলে পালিত আমরা ;
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

ছাত্র। (প্রণামানন্তর) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব ! বলুন আমারে ?

শিক্ষক। নহে তুচ্ছ মসী-রেখা ; অই হিমাচল,
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহ দানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে। অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রম সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর ; সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ। দেখ বামদিকে,
অই বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস,

বসি যে আশ্রম মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর ভারত-কথা। অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ, যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি ;—কর নমস্কার।

ছাত্র। অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই পঞ্চনদ, বৎস ! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস ! অমর-ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?
শিক্ষক। অই বিন্ধ্যাচল বৎস ! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস ; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি,
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে ;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,
শোভিছে এ দেশ মাঝে। এই বন-ভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা, চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনও বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ,
সীতারাম-পদ-স্পর্শে, কর নমস্কার।
ছাত্র। গুরুদেব ! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে।
শিক্ষক। অই বঙ্গভূমি বৎস ! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট আকারে হের, শোভে শিরোদেশে ;

ধৌত করি পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী জলে
"সুজলা," "সুফলা", "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের ঐ নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে ! নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিতপাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ,
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ এই বর বৎস ! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র দেব ! কৃপা করি তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।

শিক্ষক। আছে শত শত, বৎস ! কি বর্ণিব আমি !
বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু ;
রত্ন-প্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব আত্মা হিমাচল ; পদমূলে তার

দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তট-দেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে,
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী ; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য। দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী ;—বিক্রমের পুরী ;
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস! দেশ দেশান্তরে।

কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ ;
তেমনি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে

সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নয় ! বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
হও বৎস ! অগ্রসর। ভারতজননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

বেহাগ

আগে চল্, আগে চল্ ভাই,
পড়ে' থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কি বা ফল ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে' পাঁজি পুথি ধরে'
সময় কোথা পাবি বল ভাই ?
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন !
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই !
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !

দেখ যাত্রী যায়, জয়গান গায়,
রাজপথে গলাগলি ।
এ আনন্দ-স্বরে, কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি ?

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে' আছে, তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে ক'রে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,
মিছে নয়নের জল ভাই !
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !

চির দিন আছি ভিখারীর মত,
জগতের পথ-পাশে ;
যারা চলে যায়, কৃপা-চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।

ধূলি-শয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাম্বির—তালফের্তা

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রামগনে ।
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকুলকূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে ।
চল যাই কাজে মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে !
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায় !
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায় !

ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশস্তোত্র

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্যভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসাবে নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণ-ছটা সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে, কে ভুলিবে থাকিতে জীবন!

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জ উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়া ভুবন!

অতুল স্বর্গীয় শোভা জননি তোমার,
মিশিবে মা অশ্রুসনে নয়নে আমার ;
যথায় যাইব আমি— তোমারে জনমভূমি,
ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

নব বৎসরে করিলাম পণ
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, ল'ব শিক্ষা !
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা !
নব বৎসরে করিলাম পণ
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা !

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র!
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়-রাজ
তুমি পুরাতন মিত্র!
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র!

পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা!
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ!
পরেছি পরের সজ্জা!
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থি মজ্জা!
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছে পেয়েছি লজ্জা।

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা !
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা !
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া,
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালচক্র

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া,—
উন্নত গগন-পরে, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া।—
মানবে দেখায়ে পথ, চ'লেছে তড়িতবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।
হেরে সে নক্ষত্র ভাতি, দেখ রে মানব-জাতি
ছুটেছে তা'দের সনে আনন্দ উৎসাহ-মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চ'লেছে চাহিয়া দেখ, বোদ্ধা যোদ্ধা এক এক
কাল-পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
জলধি, পৃথিবী, মেরু, প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।
চ'লেছে বুধ-মণ্ডলী নরে করে কুতূহলী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-তারা ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাঁধিয়া।
আকাশ-পাতাল-গত পঞ্চভূত আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।
দেবতা অসুরগণ ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।
সরস্বতী কুতূহলা, সাহিত্য-দর্শন-কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া।
কমলা অজস্র ধারে ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে,
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।
কবিকুল কোলাহলে মুখে জয়ধ্বনি বলে
উন্নতি-তরঙ্গ-সঙ্গে ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।
অই দেখ অগ্রে তার পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসী-জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।
অস্থির বাসনানলে— স্থাপিতে অবনীতলে,
সমাজ-শৃঙ্খলামালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।

চ'লেছে রে দেখ চেয়ে   শত বাহু প্রসারিয়ে
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া,
আমেরিকা-বাসীগণ,   নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।
অই শোন্ ঘোর নাদে   পূরাতে মনের সাধে,
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।
বিনতা-নন্দন-সম   ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ্ রে আসিছে রুষ বসুমতী গ্রাসিয়া।
ইতালি উতলা হ'য়ে   স্ব কিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।
বিস্তারিয়া তেজোরাশি   দেখ্ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন ক'রেছে ধরা,   মরু দ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।
প্রকাশি অসীম বল   শাসিছে জলধিতল,
শিরে কোহিনুর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া।
তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি!—   শোভে কি নক্ষত্র ভাতি,
উন্নত গগন পরে ধরাতল ভাতিয়া।
ছিল সাধ বড় মনে   ভারত (ও) ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;
আবার উজ্জ্বল হ'বে   নব প্রজ্জ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।

জন্মিবে পুরুষগণ, বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতি পৃষ্ঠে আঁকিয়া।
সে আশা হইল দূর, নীরব ভারতপুর ;
একজন(ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।
এ ক্ষিতিমণ্ডল-মাঝ আর্য্য কি রে নাহি আজ্
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।
সে সাধ ঘুচেছে হায় !
আয় মা জননি আয় লয়ে তোর মৃতকায়,
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া !
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কীর্ত্তন

আজ আয় আয় ভাই সব্ মিলে।
আজ আয় আয় আয় তোরা মিলে ॥
ওরে, বড় অসহায় মোরা বড় অসহায়,
ওরে, সবাই যে পদতলে দলে' চলে' যায় ;
তারা, ঘৃণাভরে বিনা নাহি মুখপানে চায়।
(আমরা বড়ই বড়ই বড়ই দীন গো)
আর, কত দিন মাকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াব ;
আর, কত দিন কেঁদে কেঁদে দ্বারে দ্বারে যাব,—
আর, কত দিন পথে পথে ভিক্ষা মেগে খাব।
(ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও বলে' গো)

কিছু, হয় কি রে ঘরে বসে' শুধুই কাঁদিলে,
কিছু, হয় কি রে ভাই ভাই যদি নাহি মিলে,
কিছু, হয় কি রে হাসিমুখে প্রাণ নাহি দিলে !
(কিছু হয় না হয় না)
আজ, আয় তবে ভাসিব না আর আঁখিজলে,
আজ, আয় তবে নিজ কাজ করি নিজ বলে ;
আজ, আয় তবে প্রাণপণ করিব সকলে।
(ওরে আয় আয় আয় আয় রে)

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জাগো জাগো

জাগো জাগো ভারত মাতা !
চরণ তলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।

অগণন জনগণ-ধাত্রি !
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ দাত্রি।

মঙ্গলযুত তব কীর্ত্তি ;
তব গুণ গৌরব তব যশ-সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।

শূরজননি সুরপূজ্যে !
নিহত সুকৃতি তব হত সুখ গৌরব
দনুজ-দলিত নব রাজ্যে।
নব্য জগত-ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা ! অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ বিদেশে।

জাগো জাগো ভারত মাতা !
চরণ তলে তব রোদন-উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

ইমন-ভূপালী—চৌতাল

তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা !
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব মহিমা !
তুমি ত মা আছ·তেমতি পূজ্য, আমরাই শুধু হয়েছি তুচ্ছ ;
আপনার ঘরে হয়েছি মা পর ; জানি না কি পাপে এ তাপ
সহি মা !
এখনও তোমার গগন সুনীল উজ্জল তপন-তারকা-চন্দ্রে ;
এখনও তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্রে ;
এখনও ভেদি হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি' যাইছে যমুনা গঙ্গা—
স্নেহসুধারাশি ঢালিয়া'শতধা তোমার হৃদয়ে যাইছে বহি মা !
তুমি ত মা সেই 'সুজলা সুফলা' ;—এখনও হরষে ভাসায়
নেত্রে,
পুষ্প তোমার শ্যামল কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে,
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব ; আমরা দুঃখী, আমরা নিঃস্ব ;
তুমি কি করিবে ? তুমি ত মা, সেই মহিমাগরিমা-
পুণ্যময়ী মা !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উপনয়ন

আজি তব ভগ্ন দেবালয়, হোমানল
ভাল করি জ্বাল, ও গো তাপস মহান্ !

বাজাও তোমার শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
তারস্বরে কর উচ্চারণ অনর্গল
বীজমন্ত্র তব। বসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, বালবৃদ্ধ যুবা নারী
তব ভক্তদল ;— দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক, ব্রহ্মচারী
আজি হ'তে মোরা ; লভি নবজীবনের
দ্বিজত্ব নবীন ! শূদ্র বিপ্রে স্ত্রীপুরুষে,
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
নির্ব্বিচারে। আজি এই মঙ্গল-প্রত্যুষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হ'য়ে !

ভারত ভিক্ষা

*　　*　　*

পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার—
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?

কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ ও রে বিধি বল্ রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হব !
হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্যশালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।
মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক-স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিলা মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র, নিতান্ত ঘৃণিত
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল !
"হায় পানিপথ, দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হ'লিনে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর তোর সুখ-নিশি

পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হ'লি—কেন রে রহিলি
জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম ?
"নিবিছে দেউটি বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ ?
অরে অগ্রবন, সরযূ পাতকী
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?
"নাহি কি সলিল, রে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্করাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে।
"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে ?"
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

শিবাজী উৎসব উপলক্ষে

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে' —
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"একধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

সে দিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ!
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী'
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা !
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সে দিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা !

তার পরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশিতে
দিল্লীরাজশালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা !
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা।

সে দিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন !

বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে ;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে !

সে দিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম !
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম !
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে !

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ,
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী !
যাহা মরিবার নহে তাঁহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি !

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন !

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
—বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদরিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে—
সেইমতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা !

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি !
বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি ?

তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার ?

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে !
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপুঞ্জপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে !

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে,
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্‌
হেরিছে কে জানে !
অশরীর হে তাপস্‌, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ;
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
সেই তব কাজ !

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর!
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,
বাঙালীর প্রাণ!

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে!
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যু[illegible]াণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত!

মারাঠার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি, ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।

তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্য্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমরমূরতি,—
সমুন্নত ভালে ;
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনো কালে !
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন,
তুমি মহারাজ !
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ !

সে দিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' ল'ব !
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব !
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল !
"একধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল !

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
"জয়তু শিবাজি!"
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি!
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূর্ব্ব
দক্ষিণে ও বামে
সম্ভোগ করুক্ আজি এক যজ্ঞে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর